3 JAN 2017

শিক্ষার মান নিয়ে হোসেন জিল্লুরের বক্তব্য

ক্ষোভে উত্তাল পবিপ্রবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ও পটুয়াখালী প্রতিনিধি ▷

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) শিক্ষার মান নিয়ে 'আপত্তিকর'
বক্তব্য দেওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার ক্যাম্পাসে তাঁর
কুশপুত্তলিকা দাহ করে বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় আন্দোলন
চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

গত ২৮ ডিসেম্বর রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'এজেন্ডা ২০৩০ : শিক্ষার নতুন দিগন্ত'
শীর্ষক একটি সেমিনার হয়। সেখানে ড. হোসেন জিল্লুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন,
'রাজনৈতিক নেতারা প্রতিটি গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় করে ফেলতে চাচ্ছেন, করেও ফেলেছেন।
আপনি যদি পটুয়াখালী যান, সেখানেও সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; কিন্তু
এখানে শুধু নামটাই আকর্ষণীয়। বাস্তবতা হলো ডিগ্রি কলেজের থেকেও এটার অবস্থা দুর্বল।
একটার পর একটা ডিপার্টমেন্ট খুলছে। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে তাদের
অবস্থান কোথায়? কয়টা ছাত্র আছে সেই সূচক জানার, মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করার।' এর
পর থেকে পবিপ্রবির ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে ওঠে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের
মাঝে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদে গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে
শিক্ষার্থীরা। পরে ক্যাম্পাসের বিজয় ভাস্কর্যের সামনে হোসেন জিল্লুর রহমানের কুশপুত্তলিকা
দাহ করে তারা। পরে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন
শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত, সাধারণ সম্পাদক জেহাদ পারভেজ, জ্যেষ্ঠ
অধ্যাপক ড. সুলতান আহমেদ, আ ক ম মোস্তফা জামান, ড. রবিউল হক, ড. আবুল
কাসেম চৌধুরী, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান টমাস,
বঙ্গবন্ধু সমন্বয় পরিষদের সভাপতি লুৎফর রহমান প্রমুখ।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত বলেন, 'ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের মতো
একজন শিক্ষাবিদের এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া ঠিক হয়নি। একটি স্বায়ত্তশাসিত
প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে না জেনে মনগড়া বক্তব্য আশা করিনি। আমার বিশ্বাস, তিনি নিজের
ভুল বুঝতে পেরে বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেবেন।'

ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুষদের ডিন অধ্যাপক আ ক ম মোস্তফা
জামান বলেন, 'পবিপ্রবি ২৬তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা
অন্তত ১০টি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষার মান নিয়ে হেকেবের ২২টি
প্রকল্প চলমান রয়েছে পবিপ্রবিতে। জার্মানির বিখ্যাত পাঁচটি প্রকাশনার মাধ্যমে বই
প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে বহু পাবলিকেশন রয়েছে এখানকার
শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের। আমরাও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একমত।' অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের
সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'বক্তব্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা তাদের আন্দোলন
চালিয়ে যাবে। কর্মকর্তারাও এই আন্দোলনে পাশে থাকবেন।'

বঙ্গবন্ধু সমন্বয় পরিষদের সভাপতি লুৎফর রহমান ও কর্মচারী পরিষদের সভাপতি মো.
রিয়াজ কাঞ্চন সহিদ বলেন, 'তিনি তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আন্দোলনে
আমরাও শিক্ষার্থীদের পাশে থাকব।'